|  |
| --- |
| **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

**নারী উন্নয়ন বিশেষত নারীশিক্ষা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর দারিদ্র্য বিমোচন**, **নারীশিক্ষা বিস্তার ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিবেচনায়** World Economic Forum**-এর** Gender Gap Index **প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৬ সালে বিশ্বের ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম এবং ২০২২ সালে তা উন্নীত হয়ে ১৫৬টি দেশের মধ্যে ৭১তম অবস্থানে এসেছে। এ অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে। একই প্রতিবেদন অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বের মধ্যে নবম।**

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭**, **২৮**, **২৯ এবং ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার প্রতিফলিত। বিশেষত ২৮(৪) অনুচ্ছেদে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।**

Allocation of Business **অনুযায়ী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধানসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ নারীর সার্বিক উন্নয়ন করা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট** (Women in Development-WID) **ও শিশু সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।**

**প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়** (**২০২১-৪১**) **এ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী**, **সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক এবং জনসংখ্যার বঞ্চিত অংশের জন্য পদক্ষেপ নেয়ার অঙ্গীকার রয়েছে।**

**৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এমন একটি দেশ গঠনের কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে নারীর অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা।**

**রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা** (**প্রতিরোধ ও সুরক্ষা**) **আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১**, **জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড** (**ডিএনএ**) **আইন-২০১৪ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ ও বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।**

**জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা**, **জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক**, **সামাজিক**, **প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।**

**শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইনসমূহে কন্যাশিশুর উন্নয়নের বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধ, প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ ও নিরাপত্তা বিধান, কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন−খেলাধুলা, নারীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, যৌতুক, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিসংতা দূরীকরণের বিষয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ তে কন্যাশিশুর সুরক্ষা দেয়াকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে কাউন্সেলিং**, **কন্যাশিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে আলাদা পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা**, **দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।**

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ৭৭ | ৪৯ | ২৮ | ৩৬.4 |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ২,৩৯৯ | ১,০১২ | ১,৩৮৭ | ৫৭.৮ |
| ডিএনএ ল্যাবরেটরী অধিদপ্তর | ৪ | ৪ | - | - |
| জাতীয় মহিলা সংস্থা | ৫১৫ | ৩৩২ | ১৮৩ | ৩৫.৫ |
| জয়িতা ফাউন্ডেশন | ৪১ | ১৯ | ২২ | ৫৩.7 |
| **মোট :** | **৩,০৩৬** | **১,৪১৬** | **১,৬২০** | **৫৩.4** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি | ১৩,0৪,০০০ | - | ১৩,0৪,০০০ | ১০০.০০ |
| ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট (ভিডব্লিউবি) | ১০,৪০,০০০ | - | ১০,৪০,০০০ | 100.00 |
| **মোট :** | **২৩,৪৪,০০০** | **-** | **২৩,৪৪,০০০** | **100.00** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| দুস্থ মহিলাদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (ভিডব্লিউবি) | ভিডব্লিউবি কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এবং দুস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। ফলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা দূর হচ্ছে এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। |
| মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি | এ কর্মসূচি গর্ভধারিণী মা ও নবজাতক শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে। তাই মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। |
| শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি | এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সামাজিক সম্পৃক্ততা, সার্বিক বিকাশ সাধন ও শিশু অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। এছাড়া কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। |
| মহিলাদের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান | মহিলাদের কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যা নারী উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলে। |
| মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ ও আইনগত সহায়তা প্রদান | নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্যাতনের শিকার নারীদের অধিকতর উন্নত সেবা (যেমন−আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং, নিরাপদ আশ্রয়, সামাজিক পুনর্বাসন প্রদান এবং সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীর কভারেজ |  |  |  |  |
| ক. | ভিডব্লিউবি কভারেজের হার (৮৭,৭১,০০০ জন) | % | ৬৭.3 | ৭৮.৭ | ৭৮.৭ |
| খ. | মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি’র ভাতা প্রদানের কভারেজের হার (৮৫,০০,৭৬৭ জন) | % | ৩০.৪ | ৩৩.1 | ৩৫.২ |
| 2. | সিভিক সংগঠন কর্তৃক মহিলা জনপ্রতিনিধি দলনেতাদের প্রশিক্ষণের কভারেজ (৩১,৮৮৬ জন) | % | ১৩.5 | ১৩.5 | ১৩.৫ |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ১০ লক্ষ ৪০ হাজার নারীকে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট** (**ভিডব্লিউবি**) **কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ১২ লক্ষ ৫৪ হাজার নারীকে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ও ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ১ কোটি ৮৮ লক্ষ নারীকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ১ লক্ষ ৬০ হাজার নারীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ৫ হাজার ২২২ জন মহিলার নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৬৭ হাজার নির্যাতিত মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা এবং কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।**

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* **মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত হয়, এতে দাপ্তরিক কার্যক্রমে অসুবিধা হয়**;
* **মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংকট**;
* **মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব; এবং**
* **ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, অধিকার বিষয়ে নারীর অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাধা।**

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* **নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-৩০)-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠন করা**;
* **ভিডব্লিউবি কার্যক্রম এবং মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি’র আওতা সম্প্রসারণ;**
* **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশু সুরক্ষায় সামগ্রিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং তদারকির জন্য ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্সকে** Centre of Excellence **হিসেবে গড়ে তোলা**;
* **দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সমন্বিত সেবা প্রদানের** Referral System **তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;**
* **নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা; এবং**
* **ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল-এর ডাটাবেইজ তৈরি করা।**